যুগান্তর

তারিখ 19 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ২

বইমেলা প্রতিদিন

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেলেন আট কৃতী লেখক

মুশতাক আহমদ

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতি বছর 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' দেয়া হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন লেখকের জন্য এ দেশের সব চেয়ে বড় এই একাডেমিক পুরস্কার বহু আকাঙ্ক্ষিত ও সম্মানের। গত কয়েক বছর ধরে বাংলা একাডেমী মেলার অষ্টাদশ দিনে এসে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকালে ঘোষণা করা হয় এ পুরস্কার বিজয়ীদের নাম। এবারে ২০১২ সালের 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেছেন আট বরেণ্য সাহিত্যকর্মী। পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, কবিতায় দু'জন সাবাউল হক খান ও আবিদ আনোয়ার, কথাসাহিত্যে হরিশংকর জলদাস, প্রবন্ধে সনৎকুমার সাহা, গবেষণায় খোন্দকার সিরাজুল হক, শিশু সাহিত্যে মাহবুব তালুকদার, অনুবাদ সাহিত্যে ফখরুল আলম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাহবুব আলম এবং বিজ্ঞান/প্রযুক্তি/পরিবেশ সাহিত্যে তপন চক্রবর্তী। সোমবার বিকালে মেলামঞ্চে পুরস্কার ঘোষণা করেন একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। ঘোষণাকালে তিনি বলেন, 'সোমবার বিকালে বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটি পুরস্কার বিজয়ীদের নাম নির্বাচন করেন। এবার নাটক, ভ্রমণ ও আত্মজীবনী বিভাগে কাউকে পুরস্কার প্রদান করা যায়নি।' তিনি জানান, প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান ১ লাখ টাকা। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হবে।

পুরস্কার বিজয়ী এসব লেখক-কবি ও সাহিত্যিককে অভিনন্দন জানিয়ে কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, খুবই বিবেচনাপ্রসূত পুরস্কার হয়েছে এবার। ভবিষ্যতে আমরা পুরস্কার বিজয়ী লেখকদের কাছ থেকে আরও মূল্যবান সৃষ্টি উপহার পাব বলে আশা রাখি।

রোববারের বৃষ্টি মেলাকে ম্লান করে দিলেও সোমবারে তা হয়নি। শীতল বাতাসের পরশে মেলায় সমাগত পাঠক-ক্রেতার বেশভূষায় সামান্য পরিবর্তন আসে। অনেকের শরীরে উঠে আসে গরম পোশাক। পাঠক-ক্রেতারা কেনাকাটার উৎসবে মেতে ওঠেন। বৃষ্টির কোন প্রভাব দেখা যায়নি মেলায়। বিশেষ করে বিকালের পর থেকে বইমেলায় দলে দলে আসতে শুরু করেন বইপ্রিয় মানুষ। সন্ধ্যা নামার আগেই মেলায় দর্শনার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রকাশকরা জানান, সোমবার লোকসমাগম তুলনামূলক কম থাকলেও বিক্রি হয়েছে ভালো।

হুমায়ূনের শেষ দিনগুলো এবং দাঁড়কাকের সংসার : মেলায় বলেই এলো প্রথমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কেমন ছিলেন হুমায়ূন আহমেদের কাটানো শেষ দিনগুলোর ওপর লেখা গ্রন্থ 'হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিনগুলো'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় নজরুল মঞ্চে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, হুমায়ূনের সহোদরা সুফিয়া হায়দার এবং বাংলাপ্রকাশের পক্ষে এর ব্যবস্থাপক লেখক হুমায়ূন কবির ঢালী। বিশ্বজিৎ সাহার লেখা এ বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাপ্রকাশ।

হুমায়ূন আহমেদের লেখা সর্বশেষ প্রেমের উপন্যাস 'দাঁড়কাকের সংসার কিংবা মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' গ্রন্থের কাটতি এখন তুঙ্গে। অসুস্থ থাকাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে তিনি এ বইটি লেখেন যা গতবছর মেলার শেষের দিকে আসে। বইটির প্রকাশক কাকলী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী একে নাছির আহমেদ সেলিম বলেন, পাঠকরা এবার ভালোভাবে বইটির খবর জেনেছেন। এ কারণে বিক্রি ভালোই হচ্ছে।

খুদে লেখকের বই : অনন্যা বলেই এনেছে খুদে লেখক আনরিন তাসনিম রাতার ছোটদের জন্য লেখা বই 'এলোমেলো দিনগুলো'। বইটির প্রকাশক মনিরুল হক বলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী আনরিন সম্ভবত এবারের মেলার সবচেয়ে খুদে লেখক।

নতুন বই ও মোড়ক : মেলায় কাল নজরুল মঞ্চে মোট ১৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়। আর নতুন বই এসেছে ৬৫টি। এরমধ্যে কবিতা ২২টি, উপন্যাস ৮টি, গল্প ৫টি, প্রবন্ধ ৩টি, জীবনী ৪টি, শিশু সাহিত্য ৩টি, গবেষণা ২টি, ছড়া ৪টি, মুক্তিযুদ্ধ ১টি, বিজ্ঞান ১টি, রাজনীতি ১টি, রম্য/ধাঁধা ১টি, অন্যান্য ৮টি। এরমধ্যে অন্যপ্রকাশ এনেছে শাহীন নজিবের নৃত্যশিল্পীর এইসব দিন রাত্রি, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড এনেছে আল মাহমুদের, পোড়া মাটির জোড়া হাঁস, বিভাসপ্রকাশ ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের 'ফখরুদ্দিন-মইনউদ্দিনের কারাগারে, ৬১৬ দিন, প্রথমা বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কাব্যসমগ্র, আহমদ পাবলিশিং নুরুল আলমের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : রাঙুনিয়া ১৯৭১, সাহিত্যদেশ থেকে সুমন্ত আসলাম ও শারমীন জুঁই-র একটি বসাতে রূপকথিনী এবং রূপকথা, অনন্যায় বাদের সিদ্দিকী বীরউত্তমের না বলা কথা, অনন্যা এনেছে শামসুল হোসাইনের গ্রামীণ ব্যাংক ও মোহাম্মদ ইউনূস এবং চন্দ্রবতী একাডেমী এনেছে লুৎফর রহমান রিটনের গণেশ ফনেশ ঘুণেশ এবং ভূতের বাচ্চা।

মূল মঞ্চের আয়োজন : মেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : কৃতী ও কীর্তি' শীর্ষক আলোচনানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন এবং ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ।

সভাপতিত্ব করেন কবি আসাদ চৌধুরী। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি সংগঠন 'কণ্ঠনীল' বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী লিলি ইসলাম, শাকিল আকবর, সাবরিনা আকবর, চঞ্চল খান, রোকাইয়া হাসিনা, ছায়া রানী কর্মকার, ফারহানা আক্তার শার্লি, সারোয়ার হোসেন বাবু এবং হিমাদ্রি শেখর।